মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. KOL RMS/474/2016-18
Published on 3rd January, 2018

January, 2018 Volume-III, Issue-XI | 8 Pages, Rs. 2.00 | Regd. No-WBBEN/2015/63375

থ্যালাসেমিয়া-এইডস রোধে জনসচেতনতা র‍্যালি

ইংরেজি নববর্ষে সুমধ্যমা পত্রিকার সমস্ত গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা এবং শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

সম্পাদক

এক পলকে দেশ

সভাপতি রাহুল

নয়াদিল্লি-সোনিয়া গান্ধীর পরে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি হলেন রাহুল গান্ধী। রাহুলজির উত্থানে কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে মনোবল বাড়ছে।

পদ্মের জয়

নয়াদিল্লি-গুজরাট ও হিমাচলের বিধানসভা ভোটে জিতল ভারতীয় জনতা পার্টি। গুজরাটে ১৮২ টি আসনের মধ্যে ৯৯টি এবং হিমাচলে ৬৮ আসনে বিজেপি পেয়েছে ৪৪টি।

বিশেষ আদালত

নয়াদিল্লি - জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে মামলার শুনানি হবে বিশেষ আদালতে। সারাদেশে ১৫৮১ জন সংসদ ও বিধায়কের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে ১৩,৫০০-রও বেশি। তৈরি হচ্ছে ১২টি বিশেষ আদালত।

জেলে জোড়া নেতা

রাঁচি-কয়লা ব্লক বণ্টন ঘিরে দুর্নীতির মামলায় তিন বছরের কারাদণ্ড হল ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মধু কোড়ার। অন্যদিকে বিহারের পশুখাদ্য মামলায় দোষী সাব্যস্ত হলেন আর জে ডি প্রধান লালু প্রসাদ যাদব।

কাঠগড়ায় সিবিআই

নয়াদিল্লি-টু জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারিতে আদালতের নির্দেশে অভিযুক্তরা বেকসুর খালাস। আদর্শ দুর্নীতি মামলায় রেহাই পেলেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। সবমিলিয়ে সিবিআই এখন কাঠগড়ায়।

নতুন বিপদ

নয়াদিল্লি-লোকসভায় কেন্দ্রীয় সরকার এফ আর ডি আই বিল আনছে। এই বিলে রয়েছে ব্যাঙ্কগুলো গ্রাহকদের অনুমতি ছাড়াই তাদের টাকা দীর্ঘ মেয়াদের ভিত্তিতে বিনিয়োগের জন্য নিয়ে নিতে পারবে। বিরোধিতা করছে কয়েকটি রাজনৈতিক দল।

শহর ভাসল জনস্রোতে

থ্যালাসেমিয়া-এইড্স রোধে শ্যামবাজার থেকে শুরু মিছিল। ছবি : আশীষ সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি-সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন, রাজ্য তথা দেশজুড়ে থ্যালাসেমিয়া এইডস্ রোধে বিগত দশ বছর ধরে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রসার ঘটাতে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলেছে। প্রতি বছরের মত এবারও বিশ্ব এইডস্ দিবস (১ ডিসেম্বর) কে সামনে রেখে ৩ ডিসেম্বর রবিবার বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন একটি সুসজ্জিত বর্ণাঢ্য র‍্যালি উপহার দিয়েছে শহরবাসীকে। শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় থেকে এই র‍্যালির উদ্বোধন করে প্রতিবন্ধী শিশুরা। সঙ্গে ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য, সহসভাপতি ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জি পুরপিতা মোহনকুমার গুপ্তসহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। শ্যামবাজার থেকে শুরু হয়ে এই র‍্যালি বিধানসরণী, বিডন স্ট্রিট, যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ, গিরীশ এভিনিউ, বাগবাজার হয়ে ফের শ্যামবাজারে এসে শেষ হয়। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন গৌতম সুন্দর ও শোভন চক্রবর্তী।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ৩ ডিসেম্বরের অনুষ্ঠানকে শুধু র‍্যালি বললে সঠিক বলা হবে না। গোটা অনুষ্ঠানটি শহরের বুকে একটি গণ জাগরণ, মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আর থ্যালাসেমিয়া এইড্স রোধে সংকল্পের শপথ গ্রহণ। সুসজ্জিত ট্যাবেলোতে মারণরোগে আক্রান্তদের নৃত্য, নাটক, সংগীত পরিবেশন, সঙ্গে রণপা, ব্যান্ড, রং-বেরংয়ের প্ল্যাকার্ড হাতে র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারীরা দৃপ্ত শপথে এগিয়ে চলেছেন থ্যালাসেমিয়া এইড্সের মতো মারণরোগ রোধের বার্তা নিয়ে। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সদস্য ছাড়া প্রায় ১২৪টি ক্লাব-সংগঠনের সদস্যরা এই র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালির চলার পথে ১৩টি সংগঠনের অনুরোধে র‍্যালিকে ক্ষণিকের জন্য যাত্রা বিরতি করতে হয় সম্বর্ধনা গ্রহণের জন্য।

সকাল ৮টা থেকে শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে আস্তে আস্তে ভিড় জমতে থাকে। প্রায় আধ ঘন্টার মধ্যেই গোটা ভূপেন বোস এভিনিউ সহ শ্যামবাজার মোড় জনারণ্যে পরিণত হয়। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্যের ঘোষণামত র‍্যালির প্রারম্ভিক কাজ শুরু হয়ে যায়। শুরুতেই পায়রা উড়িয়ে র‍্যালির শুভ সূচনা করেন সংগঠনের কার্যকরী কমিটির সদস্যরা এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা। এরপর সংগঠনের অভীষ্ঠ লক্ষের নিরীখে ফানুসে লেখা শপথ আকাশে উড়িয়ে দেওয়া হয় ব্যাপক প্রচারের অংশ হিসেবে। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন পুরপিতা মোহনকুমার গুপ্ত, সহ সভাপতি, ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জি এবং সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। র‍্যালির পথ চলা শুরু হয়।

অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি।

র‍্যালির অগ্রভাগে ছিলেন বিশিষ্ট আমন্ত্রিত অতিথি অভ্যাগতরা এবং সংগঠনের কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দ। এরপরেই শঙ্খধ্বনি দিতে দিতে মিছিলে পা মেলান মহিলারা। শহরের বুকে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের র‍্যালিই একমাত্র র‍্যালি যাতে রাজনীতির কোন গন্ধ, রং নেই। শ্যামবাজারে র‍্যালি ফিরে আসার পর অংশগ্রহণকারী ক্লাব সংগঠনের প্রতিনিধিরা একে একে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে দেওয়া শংসাপত্র গ্রহণ করেন। এখানেই শেষ নয়। র‍্যালি শেষে উপহার বর্জিত রক্তদান, সম্বর্ধনা সভা, থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের 'মশাসুর বধ' শীর্ষকে বসে আঁকো উৎসবও যথেষ্ট সমাদৃত হয়।

এক পলকে রাজ্য

শিশুর জবানবন্দি

নিজস্ব প্রতিনিধি-আলিপুর আদালতের দশম জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ঘরে ১২ ডিসেম্বর মঙ্গলবার জবানবন্দি দিল জি ডি বিড়লার নির্যাতিতা শিশু এবং তার মা-বাবা।

দূষণ নিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি-রাজ্যের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের বায়ুদূষণ মাপার জন্য দুটি মনিটরিং স্টেশন বন্ধ। কলকাতা শহরের বিভিন্ন এলাকায় তাই দূষণ পরিমাপ করবে 'সবুজ সঙ্ঘ'।

ঘরে ফেরার বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি-এই রাজ্য থেকে যারা অন্য রাজ্যে কাজ করতে গিয়েছেন, তাদের এই রাজ্যে ফিরে আসার ডাক দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজস্থান এবং কেরলের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী ভীষণ চিন্তিত।

মোয়া যাবে

নিজস্ব প্রতিনিধি-জয়নগরের মোয়ার জি আই শংসাপত্র মিলেছে আড়াইবছর আগে। কিন্তু সেভাবে প্রচার নেই। এবার বিদেশের বাজার ধরতে উদ্যোগ শুরু হয়েছে। মোয়ার সঙ্গে নলেন গুড় এবং পাটালিও যাবে দেশে-বিদেশে।

বাদ ট্যাবেলো

নিজস্ব প্রতিনিধি-দিল্লিতে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে পশ্চিমবঙ্গের ট্যাবেলো বাদ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর। তিনি জানিয়েছেন, 'এটা বাংলার অপমান।' বাদ দেওয়ার কারণ জানতে চেয়েছেন তিনি।

প্রতীক বদল

নিজস্ব প্রতিনিধি-কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রতীক বদলে যাচ্ছে। স্বাধীনতার পর এই প্রথম প্রতীক বদল হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। স্বাধীনতার আগে ছ'বার প্রতীক বদল হয়েছে।

এখানে - ওখানে

রং-তুলিতে শত্রুনিধন

নিজস্ব প্রতিনিধি-'সাডেন ডেথ'-ই যাদের জীবনের ভবিতব্য, তারাই সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের কাছে ভি ভি আই পি।

৩ ডিসেম্বর সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে থ্যালাসেমিয়া এইডস্ রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ ছিল থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের বসে আঁকো উৎসব। বিষয় মশাসুর বধ। থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের নিয়ে এই অঙ্কন উৎসবে শ্রেষ্ঠ ছবিটিকে কেন্দ্র করে আগামী দুর্গা পুজোতে কোনও একটি ক্লাব-সংগঠন ছবিটির বিষয় বস্তুকে 'থিম' করে তাদের পুজো অনুষ্ঠান করবেন। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন এই ঘোষণা অগ্রিম করেছে। এই অঙ্কন উৎসবের মধ্যমণিরা হচ্ছেন খ্যাতনামা শিল্পী সমীর আইচ, মিঠো পাল এবং রজত বোস।

'মশাসুর বধ' শীর্ষকে ছবি আঁকায় ব্যস্ত থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুরা। ছবি : আশীষ সাহা

আঁকার বিষয়বস্তু নির্বাচিত হয়েছিল 'মশাসুর বধ'। অঙ্কন উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ হল, প্রতিটি অংশগ্রহণকারীকে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে পুরস্কার দেওয়া হয়। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন এই অঙ্কন উৎসবে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে উপহার হিসেবে একটি করে জীবনদায়ী ওষুধ দিয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের তালিকায় ৩৬ জনের নাম থাকলেও অসুস্থতার কারণে অনুপস্থিত ছিল কয়েকজন, সব মিলিয়ে ১৯জন এই অঙ্কন উৎসবে যোগ দেয়।

মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত রক্তদাতারা

বিশ্ব এইডস্ দিবস উপলক্ষ্যে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে আয়োজিত উপহার বর্জিত রক্তদান উৎসব চলছে সংগঠনের অডিটোরিয়ামে। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-ছোট মেয়েকে টিউশন থেকে নিয়ে মা বাড়িতে ফিরছেন। রাস্তায় সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের রক্তদান অনুষ্ঠানের ঘোষণা শুনেই বাসে না উঠে চলে এলেন রক্ত দিতে। কি এমন ঘোষণা, যাতে অনুপ্রাণিত হলেন এই মহিলা। মহিলার কথাতেই শোনা যাক, 'আমার রক্ত একজন মুমূর্ষু থ্যালাসেমিয়া শিশুর জীবনরক্ষার কাজে লাগবে, ভাবাই যায় না। কত বড় কাজ আপনারা করছেন। আর আমি এতটুকু উপকারে আসব না।' এভাবেই এক এক করে প্রায় শ'দুয়েকে রক্তদাতা এবার সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনে উদ্যোগে থ্যালাসেমিয়া এইডস্ সচেতনতা অনুষ্ঠানে রক্তদান করেন। সেরাম অ্যানালাইসিস সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেডের কর্মীবৃন্দরা এই রক্তদান অনুষ্ঠানে উৎসাহের সঙ্গে প্রতিবছরই রক্তদান করে থাকেন। এটি সম্পূর্ণ উপহার বর্জিত রক্তদান উৎসব। রক্তদাতাদের স্ব স্ব রক্তদানের ছবি সহ একটি প্রশস্তিকা সংগঠনের পক্ষ থেকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

ভারত সংঘের শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-পাইকপাড়া ভারত সংঘের উদ্যোগে ১৭ ডিসেম্বর সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল রক্তদান শিবির। এই উৎসবে আমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন প্রবীণ আইনজীবী গীতানাথ গাঙ্গুলি, সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য এবং সেনাবাহিনির সদস্য সুকান্ত ঘোষাল, যিনি কার্গিল যুদ্ধে তাঁর দুটি হাত উৎসর্গ করেছেন দেশের স্বার্থে। তাঁকে মঞ্চে পেয়ে উপস্থিত সকলেই যথেষ্ট গর্ববোধ করেন।

সমন্বয় কমিটির পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি-৯ নম্বর ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজো। প্রদীপ জ্বালিয়ে পুজোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের তাপস মহারাজ এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্যসহ অন্যান্যরা। পুজো উদ্যোক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম দত্ত, তাপস দাস, সদানন্দ গোস্বামী সহ প্রমুখ।

জরুরি পরিষেবা

হাসপাতাল

এসএসকেএম (পিজি)-২২০৪১১০
২২২৩১০৮৯
কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ
২২৪১৪৯০১
ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ
২২৮৩ ৭১২২-২৩
এনআরএস-২২৬৫৩২১৪-১৭
আরজিকর-২৫৫৫-৮৮৩৮,
২৫৫৫৭৬৭৫-৭৬
আইডি (বেলেঘাটা)২৩৭০১২৫১

ব্লাডব্যাঙ্ক

সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক-২৩৫১০৬১৯
হেমাটোলজি-২২৮৬৯৯৪০৫২২৯৮
মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-
২২৪১-৪৯০১

এয়ারলাইন্স

দমদম বিমানবন্দর-২৫১১৮৭৮৭

রেল অনুসন্ধান

শিয়ালদা-২৩৫০৩৫৩৫, ২৩৫০৮৮৩৩
হাওড়া-২৬৩৮৭৪১২,২৬৩৮৩৫৪২,
২৬৩৮২৫৮১
হাওড়া নিউ কমপ্লেক্স-২৬৩৮-২২১৭
মেট্রো রেলওয়ে কন্ট্রোল-২২২৬৪৮১৭

রাতের ওষুধ, অক্সিজেন

লাইফ কেয়ার-২৪৭৫৪৫২৮
নন্দন মেডিকেল-২৩৫৮১৭২৩
জীবনদীপ-২৪৫৫০৯২৬
সাউথ ক্যাল ক্যুরো-২৪৮৪৪৩২২

নার্স / সেবিকা

সাউথ ক্যালকাটা নার্সেস-২৪৮৪৪৩২২
সিটি পয়েন্ট-২৩৬৪১১৬
জনকল্যাণ-২৮৬৭৩০১২
হেলথ কেয়ার-২৪১৬৪৫৭৫
আলো-২৪৭২১০৩৯
সিস্টার-২৪৪২৬৩৮২
লোকনাথ-২৩৭২৭৬৫
লাইফ কেয়ার-২৫৭৮৮৭০২
নিবেদিতা-২২৮৩৭৮১০
আনন্দময়ী-২৪৬৫৭২৪৪
রিলিফ-২২৮৬৭৩৬২
পেলিকান-২৪৩২৭৬৯২৫
সঞ্জীবনী-২৩৩০৭৮৮১
ট্রেন্ড নার্সেস-২৫৫৫২৭৭৫
নার্সেস আসো-২২৪১৬৮২৪

কলকাতা পুলিশ

লালবাজার কন্ট্রোল-২২১৪৩০২৪,
২২১৪৩২৩০
রাজ্য পুলিশ-২২১৪৫৪৮৬
দঃ ২৪ পরগণা পুলিশ-২৪৭৯১৮৭০
দমকল-২২৫২৬৬৬৬/৩১৬৪/৩১৭০
স্বাস্থ্য ভবন-২৪৭৯১৭৬১
নিখোঁজ-২৪৫০৬১০০/৬১৭৪
ট্রাফিক কন্ট্রোল-২২১৪৩৬৪৪,
২২১৪১৮৭৫,২২১৪১৪৭৬
ডিডি ক্রাইম কন্ট্রোল-২২১৪১৪৫১,
২২৫০৫১৬৬
টাক্সি অটো রিফিউজাল-১০৭৩ (টোল ফ্রি)
ভোডাফোন গ্রাহকদের জন্য
২০০০/২০০১
সিনিয়র সিটিজেন হেল্প
লাইন-৯৮৩০০৮৮৮৮৪
মেডিক্যাল হেল্প লাইন-৯৮৩০০৭৯৯৯৯
কমিশনার অফ পুলিশ-২২১৪৫০৬০

শববাহী গাড়ী

মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক-২৫৫৪০০৮৪
পিস হাভেন-২২৮৫৭২৮৭
শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব-২৫৩৪০০০২
উত্তর কলকাতা উদয়ের
পথে-৩২৫০১০৮৯/৯৮৩০১৭৩৮১৪
হিন্দু সৎকার সমিতি-২২৪

অ্যাম্বুলেন্স

সেরাম সৃষ্টি নার্সিংহোম ৯৮৩০৭০৩৬৪০
সাউথ এন্ড পলিক্লিনিক-২৪৬৬২৪৩৩
লাইফ কেয়ার-২৪৭৫৪৫২৮
গুথার্ড-২৪৭৫৩৩২০
দিশা-২৪৭৪৫৫৫৫
শিশির কুমার ইন্স-২৫৩৩০৩৮২
রানি রাসমণি মিশন-২৪৩১৯৮৮৫
জনমঙ্গল-২৪৬৬২৮৭৬
মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক-২৫৫৪০০৮৪
আলিপুর চেতলা বস্তি
উন্নয়ন-২৪৪৯০২৮৬
মীরা সেবা-২৪১১৮৩১৬
মাতৃসংঘ জন কল্যাণ আশ্রম-২৪৭৫৪৫২৭
ড. বিধান রায় মেমো-২৫৭৪৯৭৩৮
কুমারটুলি ইনস-২৫৩০৫৫৮১
তালতলা পিপল-২২৬৫৩২৩১
রাজীব গাঁধী-২৪৫৪৭০৭০
শিবমন্দির-২৪৬৫৬৭৪৯
এমার কেয়ার-২৩২০৩১৮১

AN ISO CERTIFIED LAB.
SERUM™
ANALYSIS CENTRE (P) LTD. KOLKATA
ভারতের অন্যতম বৃহৎ থাইরয়েড
এবং অন্যান্য রক্ত পরীক্ষা কেন্দ্র
98302 74990, 98302 74988
আপনার নিকটবর্তী রক্ত পরীক্ষা কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।

SERUM
ANALYSIS CENTRE (P) LTD.
13/1, Bhupen Bose Avenue (opp. Manindra College), Kol-700004,
Ph.: 2530 0696 / 6572, 98302 74990
Fax: 2530 0696
Email: serum.kol@gmail.com
web: www.sserumanalysiscentre.com

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন ফিরে দেখা ২০১৭

জানুয়ারি ২০১৭	:	সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের কার্যকরী কমিটির অন্যতম সদস্য ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্যের একমাত্র কন্যা রূপকথার জন্মদিন উপলক্ষ্যে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশু শিল্পীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থিত দর্শকদের মনে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।
মার্চ ২০১৭	:	বিশ্ব মহিলা দিবস এবং বসন্ত উৎসব উদ্‌যাপন।
এপ্রিল ২০১৭	:	সংগঠনের উদ্যোগে নিখরচায় স্বাস্থ্য শিবির এবং হেলথ্ কার্ড প্রদান।
মে ২০১৭	:	৮ মে বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস। এই বিশেষ দিনটিকে সামনে রেখে সপ্তাহব্যাপী সচেতনতা প্রসারে প্রচার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, থ্যালাসেমিয়া নিয়ে কর্মশালা, থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের হাতে ওষুধ তুলে দেওয়া। এছাড়া একটি বড় মাপের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেছে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন।
জুন ২০১৭	:	প্রথামাফিক বর্ষবরণ অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে পালন করা হয়েছে।
আগস্ট ২০১৭	:	স্বাধীনতা দিবসে এবার আমাদের কার র‍্যালি ছিল শ্যামবাজার থেকে কল্যাণী পর্যন্ত। এই কার র‍্যালির উদ্দেশ্য জেলা স্তরে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা প্রচারকে ছড়িয়ে দেওয়া। কার র‍্যালির উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।
অক্টোবর ২০১৭	:	'সেরাম শারদবরণ ২০১৭' কলকাতা এবং হাওড়ায় এবার ব্যাপক সাড়া পেয়েছে। তিনশোর বেশি পুজো উদ্যোক্তা এতে অংশ গ্রহণ করেছিল। এছাড়া বিজয়া সম্মেলনীর অনুষ্ঠানও ছিল জনাকীর্ণ।
ডিসেম্বর ২০১৭	:	বিশ্ব এইডস দিবস (১ ডিসেম্বর) কে সামনে রেখে ৩ ডিসেম্বর বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে বিশাল বর্ণাঢ্য র‍্যালি শহর পরিক্রমা করে। এই অনুষ্ঠানে রক্তদান করেছেন প্রায় দুশো রক্তদাতা। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন এবার পাঁচজন বিশেষ মানুষকে সম্বর্ধনা দিয়েছে। এছাড়া থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের 'মশাসুর বধ' বিষয়ে বসে আঁকো উৎসব খুব সাফল্যের সঙ্গে শেষ হয়েছে।

নোবেল প্রদান অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত থুরলো (মাঝখানে)। ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট হিরোশিমায় ছিলেন ত্রয়োদশী নোসেৎসুকো থুরলো। কোনোক্রমে বেঁচে যান তিনি। এখন তিনি প্রবীণা। থুরলোকে অভিবাদন জানালেন এবারের নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী সংগঠন অইক্যান (ইন্টারন্যাশনাল ক্যাম্পেন টু অ্যাবলিশ নিউক্লিয়ার ওপেন্স্) এর ডিরেক্টর বিয়াত্রিচে ফিন। থুরলের পাশে নরোয়েজীয় নোবেল কমিটির সদস্য হেনরিক মাইস। রবিবার ১০ ডিসেম্বর অসলোয়, নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে।

সংকটে মেরুভালুক

ওয়াশিংটন-সম্প্রতি মেরুভালুকের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মেরু অঞ্চলে বরফ গলছে। সেখানকার প্রাণীরা বড় ধরনের বিপদের মধ্যে রয়েছে বলে বার বার সতর্ক করছেন বিশেষজ্ঞরা। সেখানকার অবস্থা দেখতে গিয়ে ছিলেন নেচার ফটোগ্রাফাররা। কানাডার মেরু ভালুকদের দেখে চমকে ওঠেন তারা। বিশেষজ্ঞদের মত, জলবায়ু পরিবর্তনে তাদের খাদ্যের অভাব ঘটছে।

নিউইয়র্কে বিস্ফোরণ

নিউইয়র্ক-বড় মাপের নাশকতা থেকে রক্ষা পেল নিউইয়র্ক। গায়ে বাঁধা মানববোমা ফেটে গেল নির্দিষ্ট সময়ের আগে। টাইমস স্কোয়ার আমেরিকার বৃহত্তম ও বিশ্বের ব্যস্ততম ব্যাস টার্মিনাস পোর্ট অথরিটি। সেখানে ১১ ডিসেম্বর ভিড়ের মধ্যে সকালে আন্ডারপাসে হঠাৎ বিস্ফোরণের শব্দটি পাওয়া যায়। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। শুরু হয় তল্লাশি। এর পরেই দেখা যায়, হামলাকারী জঙ্গী বাংলাদেশি নাগরিক আকায়েদ উল্লাহ মাটিতে পড়ে আছে। এই ঘটনায় চারজন আহত হন। আকায়েদকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অল্প সময়ের ব্যবধানে পর পর জঙ্গিহানায় চিন্তিত ট্রাম্প প্রশাসন।

প্রয়াত ক্রিস্টিন

লন্ডন-রূপে গুণে অসামান্য। তাঁর প্রেমে মুগ্ধ ব্রিটিশ ওয়ার সেক্রেটারি এবং সোভিয়েত সেনাপ্রধান। গোপন প্রেমকাহিনী যখন প্রকাশ্যে আসে, সেই বিতর্কে ব্রিটেনের কনজারভেটিভ সরকারের পতন হয়েছিল। সোভিয়েত ও ইংলন্ডের অনেক উঁচু সারির নেতারা তাঁর প্রেমে পড়েছিলেন। ছ'য়ের দশকে বহুল আলোচিত সেই রাজনৈতিক কেলেঙ্কারির 'মক্ষিরানী' ক্রিস্টিন 'কিলার (৭৫) মারা গেলেন ৪ ডিসেম্বর। ক্রিস্টিনের ছেলে ফেসবুক পেজে এখবর জানান।

সাগর পারের

টুকিটাকি

বিয়ের হিড়িক

অস্ট্রেলিয়া-বিয়ের আবেদন জমা পড়েছে প্রচুর। অস্ট্রেলিয়াতে এবার বিয়ের হিড়িক। কারণ সমকামী বিয়ে বৈধ হয়েছে অস্ট্রেলিয়াতে। ফলে ইচ্ছুক পাত্র-পাত্রীরা এবার বিয়ের জন্য তৈরি হচ্ছেন, ব্যাপক উৎসাহিত তারা। উপরন্তু, রাণীও এই বিয়েতে রাজি হয়ে সংশ্লিষ্ট নথিতে স্বাক্ষর করেছেন।

চরে পাঠানো হবে

ঢাকা-মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিবাদ সত্ত্বেও রোহিঙ্গাদের ঠেঙ্গার চরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল বাংলাদেশ প্রশাসন। পরিকল্পনামত কাজ হলে ২০১৯-এর মধ্যেই ঠেঙ্গার চরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে রোহিঙ্গাদের। অল্পবৃষ্টিতেই ঠেঙ্গার চর ডুবে যায়, সেকারণে আপত্তি তুলেছিল মানবাধিকার সংগঠনগুলি। যদিও বাংলাদেশ প্রশাসন এই চরের সংস্কারের কাজ শুরু করেছে।

জড়িয়ে গেল

ওয়াশিংটন-নতুন বছরের শুরুতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে। এরপরে প্রকাশ করা হবে তাঁর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত রিপোর্ট। হোয়াইট হাউসে জেরুজালেম প্রসঙ্গে বক্তৃতা দিতে গিয়ে উচ্চারণে সমস্যা হচ্ছিল ট্রাম্পের। তাঁর কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল। এরপরেই তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে প্রশ্ন ওঠে এবং প্রশাসনের তৎপরতা শুরু হয়ে যায়।

সাদা ছাই

জার্মাতা-আবার জেগে উঠেছে ইন্দোনেশিয়ার বালির মাউন্ট আগুং আগ্নেয়গিরি। লাভা অথবা ম্যাগমা না বের হলেও ওই আগ্নেয়গিরি থেকে এখন সাদা ছাই বের হচ্ছে। বিপর্যয় মোকাবিলা সংস্থার প্রধান জানিয়েছেন, অনেকসময় অতিরিক্ত চাপের ফলে ছাই বেরিয়ে আসে।

বড় ক্রেতা

লন্ডন-নভেম্বর মাসে নিলাম সংস্থা ক্রিস্টিজের কাছ থেকে ৪৫ কোটি ডলারে নিলাম হয় লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির আঁকা ৫০০ বছরের পুরানো 'সালভাতোর মুন্ডি' ছবিটি। ক্রেতার নাম জানা গেল মাসখানেক পর। তিনি হলেন, সৌদি আরবের যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমন।

দাবদাহ : লস অ্যাঞ্জেলসের দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়াতে ডিসেম্বরের তিন তারিখ থেকে দাবানল শুরু হয়েছে। প্রায় দশ দিনে দাবানলে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে প্রচুর। শুষ্ক ও শক্তিশালী হাওয়ার জন্য দাবানলের তীব্রতা বাড়ছে।

ডাক্তারবাবু, শুনছেন!

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড

৯৮৩০১৭৩৯৫০

(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২

ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য

MBBS, MD

ফোন নং ঃ৯৮৩০০৬৬৫২৯

প্রঃ আমাদের অনেকেরই নানা সময়ে পেটে ব্যথা হয়। কি কি কারণে পেটে ব্যথা হয় এবং তার কিভাবে মোকাবিলা করা যায়, জানালে খুব ভাল হয়।

দিবাকর বাগচী, সল্টলেক।

উঃ পেটে ব্যথা হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সঠিক কারণ নির্ণয় করা খুবই জরুরি। এর ওপরে নির্ভর করে চিকিৎসা পদ্ধতি। ব্যথার কারণ ও কোনো জায়গায় ব্যথা হচ্ছে, বা কোথায় ছড়িয়ে পড়ছে, তার সঙ্গে কোন আনুষঙ্গিক অসুবিধা আছে কিনা, এগুলি ব্যথার কারণ জানতে সাহায্য করে। রোগিকে ভালভাবে পরীক্ষা করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। সুতরাং পেটে ব্যথা হলে আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা দরকার। যেমন রক্ত পরীক্ষা, পেটের এক্সরে, আলট্রাসোনোগ্রাফি, সিটি স্ক্যান, ই আর সি পি, এম আর সি পি, ই সি জি, প্রস্রাব পরীক্ষা প্রভৃতি।

পেটের এক্সে থেকে পাকস্থলীর ছেদ (Perforation) বা অন্ত্রের রাস্তা আটকে যাওয়া (Intestinal Obstruction) , প্রভৃতি ধরা যায়। অ্যাপেন্ডিক্সের অসুখ, যেমন অ্যাপেন্ডিসাইটিস, অ্যাপেন্ডিকুলার লাম্প প্রভৃতি, রোগিকে পরীক্ষা করেই (Clinical Examination) সবচেয়ে ভাল বোঝা যায়। রক্ত পরীক্ষা থেকে প্যানক্রিয়াটাইটিস, হেপাটাইটিস প্রভৃতি সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যেতে পারে। প্যানক্রিয়াটাইটিসে রক্তে অ্যামাইলেজ, লাইপেজ প্রভৃতির মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। হেপাটাইটিস, লিভার অ্যাবসেস প্রভৃতিতে লিভার ফাংশন টেস্ট (Liver Function Test) পরিবর্তিত হয়ে যায়। আলট্রাসোনোগ্রাফি করলে যকৃতের (Liver) বৃদ্ধি (Hepatomegaly), পিত্তথলির (Gall Bladder) পাথর বা অন্য অসুবিধা, প্যানক্রিয়াটাইটিসে প্যানক্রিয়াসের বৃদ্ধি বা প্যানক্রিয়াটাইটিসের বিভিন্ন জটিলতা, যেমন, সিস্ট, চারদিকে জল জমে যাওয়া, প্রভৃতি দেখা যায়। এছাড়াও আলট্রাসোনোগ্রাফিতে স্প্লীন বা কিডনির বৃদ্ধি, বা যে কোনো অংশের টিউমার, প্রভৃতি দেখা যায়। অনেক সময় সিটি স্ক্যান (CT SCAN) করলে এইসব জিনিস আরও বিশদভাবে জানা যায়। পিত্তনালির পাথর (BILE DUCT STONE), প্যানক্রিয়াটাইটিস প্রভৃতিতে ই আর সি পি (ERCP), এম আর সি পি (MRCP) প্রভৃতি পরীক্ষা করার দরকার হয়। এন্ডোস্কোপি (ENDOS COPY), কোলনোস্কোপি (COLONOS-COPY) করলে খাদ্যনালীর অসুবিধা, যেমন পেপটিক আলসার, টিউমার, অন্ত্রের আলসার, টিউমার প্রভৃতি ধরা পড়ে। প্রস্রাব পরীক্ষা করলে ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন (URINARY TRACT INFE CTION) আছে কিনা, জানা যায়। ইনট্রাভেনাস ইউরোগ্রাফি (INTRAVENOUS UROG RAPHYবা TVU), সিস্টোস্কোপি (CYSTOS COPY) সিস্টোইউরেথ্রোস্কোপি, প্রভৃতি থেকে ইউরিনের রাস্তায় স্টোন, টিউমার প্রভৃতি আছে কিনা যায়।

পেটে ব্যথা হলে উপশমকারী ওষুধ, যেমন অ্যান্টিস্প্যাসমোডিক ওষুধ (ANTISPASMODIC AGENTS) ব্যবহার করতে হবে। গ্যাসট্রাইটিস বা পেপটিক আলসার হলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী র‍্যানিটিডিন, প্যানটোপ্রাজোল, ওমেপ্রাজোল, সুক্রালফেট প্রভৃতি ওষুধ ব্যবহার করতে হবে। সঙ্গে অ্যান্টাসিড ও ব্যবহার করা যেতে পারে। তীব্র ব্যথা হলে ইনজেকশন দিতে হবে। সাংঘাতিক ব্যথায় হাসপাতালে ভর্তিও করার দরকার হয়। পাকস্থলী বা অন্ত্রের ছেদ থাকলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অপারেশন করতে হবে। গল ব্লাডার বা বাইল ডাক্টে স্টোন হলে অপারেশন করতে হবে। ডিসেন্ট্রি বা কৃমি থাকলে তার ওষুধ দিতে হবে। প্যানক্রিয়াটাইটিস ও হেপাটাইটিস হলে তার চিকিৎসা করতেই হবে। পাকস্থলী, অন্ত্র, গল ব্লাডার, লিভার, প্যানক্রিয়াস, কিডনি প্রভৃতি টিউমার হলে তার চিকিৎসা করতে হবে। লিভার অ্যাবসেস হলে ওষুধ দিতে হবে। যেমন মেট্রোনিডাজোল প্রভৃতি। কখনও কখনও আবার অ্যাসপিরেশন (ASPI RATION) করতে হয়। অ্যাপেন্ডিসাইটিস হলে অপারেশন করতে হবে।

ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন হলে অনেক সময়ই অপারেশন করতে হয় না, কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্ট (CONSERVATIVE MANA GEMENT), যেমন ইনট্রাভেনাস ফ্লুইড, সাকশান প্রভৃতি হলেই হয়ে যায়। কিছু ক্ষেত্রে অপারেশনের দরকার হয়। হার্নিয়া হলে অপারেশন করতে হবে। ইউরিন্যারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে। কিডনিতে স্টোন ছোট হলে অনেক সময় বেশি জল খেলে বেরিয়ে যায়। বড় স্টোন হলে বা থেকে গেলে অপারেশন বা লিথোট্রিপসি, বা ইউরেথ্রোস্কোপিক বা সিস্টোস্কোপিক রিমুভাল করতে হয়। এই ভাবেই নানা রকম কারণের জন্য নানাভাবে চিকিৎসা করা হয়। চিকিৎসা যত তাড়াতাড়ি শুরু করা যায় তত ভাল। দেরি হলে অসুবিধা হতে পারে। এখানে পেটে ব্যথার কারণ, রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা দেওয়া হল। আশা করি এই লেখা সবার কাজে লাগবে।

প্রঃ গলস্টোন হলে কি অপারেশনের করতেই হয়? এর কি কোন ওষুধ নেই?

শুভ্রা ব্যানার্জি, ভবানীপুর।

উঃ গলস্টোন বা পিত্তথলির পাথর হলে সাধারণ অপারেশন করতে হয়। আরসোডিঅক্সিকোলিক অ্যাসিড (URSO DEOXYCHOLIC ACID খাওয়ালে কিছু ক্ষেত্রে গলস্টোন ছোট হয়ে বা মিলিয়ে যেতে পারে। কিন্তু খুব অল্প সংখ্যক ক্ষেত্রেই এটা সম্ভব হয়, তাছাড়া, গলস্টোন আবার ফিরে আসতে পারে। তাই এই চিকিৎসা খুব একটা জনপ্রিয় নয়।

কিছু ক্ষেত্রে অপারেশন এত জরুরি নয়। যেমন, যদি ব্যথা বা অন্য কোনও উপসর্গ না থাকে, খুব বড় গলস্টোন হলে বা গলব্লাডারের অস্বাভাবিকতা থাকলে অপারেশন করে নে ওয়াই ভাল। এখন বড় করে না কেটে ছোট ছোট ফুটো করেই অপারেশন করে নেওয়া যায় (LAPAROSCOPIC CHOLE CYSTECTOMY), যাকে সাধারণত ভাষায় মাইক্রোসার্জারি বলা হয়। এই পদ্ধতির সময় কম লাগে, রক্তপাত কম হয়, এবং সারতে সময় কম লাগে। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে অপারেশন করা যায় না, তখন পেট কেটে অপারেশন (LAPAROTOMY) করতে হয়। এটা সার্জেন যেমন বুঝবেন তেমন ঠিক করবেন।

সম্পাদকীয়

সীমানা ছাড়িয়ে

সমাজ সচেতনতা একটি স্পর্শকাতর বিষয়। কোনও একটি ঘটনার পর সমাজ সচেতনতার বিষয়টি হঠাৎ তার রূপ পরিবর্তন করে ব্যাপক উদ্গীরন শুরু করে। কলকাতা শহরের একটি স্কুলের শিশু ছাত্রীর ওপর নিপীড়নের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চিল চিৎকার, শোরগোল শুরু হয়েছে। অপর একটি স্কুলে একই অভিযোগে অশান্তি অব্যাহত। মিছিল, মিটিং, পথ অবরোধ এখন নিত্যদিনের ঘটনা। অভিভাবকদের চোখে 'অপরাধী'-র ফাঁসির দাবিতে গণ স্বাক্ষর অভিযান, দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ওই স্কুলে ছুটে আসা এবং সর্বোপরি 'হোক কলরব'-ও শোনা যাচ্ছে। রাজনীতির চৌখস খেলোয়াড়রা মাঠে নেমে পড়েছেন হরেক রকম দাওয়াই, গরম গরম বিচারের ফিরিস্তি দিচ্ছেন। ভবিষ্যতের দিকে না তাকিয়ে রাজনৈতিক নেতারাও এমন মন্তব্য করছেন, যাতে ভবিষ্যতে আমাদের সন্তানদেরই শৈশব বিপন্ন হতে পারে। প্রতিক্রিয়া দেখানোর মুন্সিয়ানা চলছে। একটু ব্যতিক্রমী ভাবনা প্রকাশ পেলেই তাকে দেগে দেওয়া হচ্ছে। এটাই সমাজের চরিত্র, কারণ 'সচেতনতার'র তো কোনও রং নেই। সেই সুবাদে আসর দখল করা বেশ সুবিধাজনক। অভিযোগ প্রমাণের আগে পর্যন্ত কাউকে দোষী বলা যায় না, এই প্রাথমিক কান্ডজ্ঞানটিও এখন লোপ পেয়েছে।

শিশু নিপীড়নের ঘটনা নিয়ে স্কুলের বিক্ষোভকারীদের দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একদল হচ্ছে অভিভাবক, যারা প্রত্যক্ষভাবে স্কুলের সঙ্গে জড়িত। দ্বিতীয়টি হচ্ছে অন্যান্যরা অর্থাৎ বহিরাগত। প্রথম দলের অধিকার সম্পর্কে সকলেই সচেতন কিন্তু দ্বিতীয় দলের সেটা নেই। অবশ্য এরা চিন্তিত হতে পারেন, প্রতিবাদ করতে পারেন, কিন্তু ইস্কুলের চৌহদ্দির মধ্যে নয়। কারণ স্বাভাবিকভাবেই যারা স্কুলের অংশ নন, অস্বাভাবিক কারণেও তাদের স্কুলের অংশ হওয়ার কথা নয়। বাজার মাত করার অনেক ফিকির রয়েছে কিন্তু তা কখনই নীতিবিরুদ্ধ হওয়া উচিত নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে গিয়ে আন্দোলন করার যুক্তিটা কী? ছাত্র রাজনীতিরও একটা সীমানা রয়েছে। অবশ্য প্রশ্ন হতে পারে, ছাত্রছাত্রী হিসেবে নয়, সাধারণ নাগরিক হিসেবে তো প্রতিবাদ করাই যায়। উত্তর খুবই সাধারণ, প্রতিবাদ করার অধিকার আর গোলমাল সৃষ্টি করার অধিকার কখনই এক হতে পারে না। প্রতিবাদের ফল হিসেবে জনজীবন স্তব্ধ করার স্বাধীনতা কারও নেই। স্কুল এবং স্কুলের গেটি আর কারখানা এবং কারখানার গেট তো এক নয়। অধিকার বুঝে নিতে হয় কিন্তু অধিকারের অপপ্রয়োগ নিয়ে মাতামাতি কোনও অবস্থাতেই মেনে নেওয়া যায় কি?

স্মৃতি

স্বামী বিবেকানন্দ

অনুভূত বিষয় সমস্ত আমাদের মন হইতে চলিয়া না গিয়া যখন সংস্কার-বশে জ্ঞানের আয়ত্ত হয়, তাহাকে স্মৃতি বলে। যে চারিপ্রকার বৃত্তির বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি হইতেই স্মৃতি আসিতে পারে। মন কর, তুমি একটী শব্দ শুনিলে। ঐ শব্দটী যেন চিত্তহ্রদে বিক্ষিপ্ত প্রস্তর-তুল্য, উহাতে একটী ক্ষুদ্র তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। সেই তরঙ্গটী আবার আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ-মালা উৎপাদ করে। ইহাই স্মৃতি। নিদ্রাতেও এই ব্যাপার ঘটিয়ে থাকে। যখন নিদ্রা-নামক তরঙ্গ-বিশেষ চিত্তের ভিতর স্মৃতিরূপ অনেক তরঙ্গ-পরম্পরা উৎপাদন করে, তখন উহাকে স্বপ্ন বলে। জাগ্রৎকালে যাহাকে স্মৃতি বলে, নিদ্রা-কালে সেইরূপ তরঙ্গকেই স্বপ্ন বলিয়া থাকে। অভ্যাসো বৈরাগ্যের দ্বারা এই বৃত্তিগুলির নিরোধ হয়। এই বৈরাগ্য লাভ করিতে হইলে, মন বিশেষরূপ নির্ম্মল, সৎ ও বিচার-পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। অভ্যাস করিবার আবশ্যক কি? প্রত্যেক কার্য্যেই হ্রদের উপরিভাগে কম্পনশীল প্রবাহ-স্বরূপ। প্রত্যেক কার্য্যেই যেন চিত্ত-হ্রদের উপর একটা তরঙ্গ চলিয়া যায়। এই কম্পনকালে নাশ হইয়া যায়। সকল সংস্কার সমূহই অবশিষ্ট থাকে। এইরূপ অনেকগুলি সংস্কার মনে পড়িয়া থাকিলে তাহারা একত্রিত হইয়া অভ্যাস-রূপে পরিণত হয়। 'অভ্যাসই দ্বিতীয় স্বভাব' এইরূপ কথিত হইয়া থাকে, শুধু দ্বিতীয় স্বভাব নহে, উহা 'প্রথম' স্বভাবো বটে—মনুষের সমুদয় স্বভাবই ঐ অভ্যাসের উপর নির্ভর করে।

রাত্রিকে ভয় পেও না/রাত্রির গর্ভের মধ্যেই যে/ফুটফুটে একটা সকাল ধীরে ধীরে/তৈরি হয়ে ওঠে।—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

আমাদের ঈশ্বরকে খুঁজে বের করা দরকার। তাঁকে গোলমাল এবং অস্থিরতার মধ্যে পাওয়া যায় না। ঈশ্বর নৈঃশব্দ্যের বন্ধু—মাদার টেরেসা।

অতীত যত বড় কালই হোক, নিজের সম্বন্ধে বর্তমান কালের একটা স্পর্ধা থাকা উচিত, মনে থাকা উচিত, তার মধ্যে জয় করবার শক্তি আছে।—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মাসতামামি

১ জানুয়ারি — বিপ্লবী সৈন্যরা কিউবাতে সমাজতন্ত্রের ঘোষণা করল ১৯৫৯।
আলিপুর পশুশালার উদ্বোধন ১৮৭৫।
বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বোসের জন্ম ১৮৯৪।

২ জানুয়ারি — মঞ্চাভিনেতা সফদর হাসমিকে হত্যা ১৯৮৯।
লুনা-১ এর চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ ১৯৫৯।
সিরাজউদ্দৌল্লার কাছ থেকে কলকাতার মালিকানা গ্রহণ করলেন লর্ড ক্লাইভ ১৭৫৬।

৩ জানুয়ারি — লিওনার্দো ভিঞ্চি ব্যর্থ হলেন ফ্লাইং মেশিন বানাতে ১৪৯৬।

৪ জানুয়ারি — শরৎচন্দ্রের পথের দাবি-প্রকাশ ১৯২৯।
দ্বিতীয় আইন অমান্য আন্দোলন শুরু ১৯৩২।
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ১৯০৬।

৫ জানুয়ারি — বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের জন্ম ১৮৮০।

৬ জানুয়ারি — লুইস ব্রেইল অবিষ্কার করলেন অন্ধদের জন্য বর্ণমালা ১৮৫২।
বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কমিটিতে গৃহীত হল ১৯৪৭।
ভারতীয় হিসেবে হাইকোর্টের প্রথম বিচারপতি হলেন শম্ভুনাথ পণ্ডিত ১৮৬৭।

৭ জানুয়ারি — আন্তর্জাতিক স্তরে রেডিও সিগন্যাল আবিষ্কার করলেন মার্কনি ১৯০৪।
বাল্টিমোরে পৃথিবীর প্রথম রেলওয়ে স্টেশন চালু ১৮৩০।

৮ জানুয়ারি — পৃথিবীর সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করছে এই সূত্রের জন্য বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলিকে শাস্তি ১৬৪২।
নৃত্যশিল্পী কেলুচরণ মহাপাত্রের জন্ম ১৯০০।
লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীর জন্ম ১৯০৯।

৯ জানুয়ারি — বিজ্ঞানী হরগোবিন্দ খুরানার জন্ম ১৯২২।
প্রথমবার অ্যান্টার্টিকায় পদার্পণ করলেন ভারতীয় বিজ্ঞানীদের একটি দল ১৯৮২।

১০ জানুয়ারি — ভারত-পাক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত ১৯৬৬।
লন্ডনে প্রথম টিউব রেল চালু ১৮৬৩।
ভ্যানিয়েল ওরতেগা নিকারাগুয়ার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন ১৯৮৫।

১১ জানুয়ারি — ভারতের নিউজপ্রিন্ট উৎপাদন শুরু ১৯৫৫।
পূর্ব পাকিস্তানের নতুন নামকরণ হল বাংলাদেশ ১৯৭২।

১২ জানুয়ারি — চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নেতা মাস্টারদা-র ফাঁসি ১৯৩৪।
স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম ১৮৬৩।

১৩ জানুয়ারি — ভিয়েতনাম সেনাবাহিনীর জেনারেল তো নগুয়েন গিয়াপ-কে কলকাতায় সম্বর্ধনা ১৯৪১।
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে কলকাতায় গান্ধীজির অনশন১৯৪৮।

১৪ জানুয়ারি — স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর জন্ম ১৮৮৭।
কবি কায়ফি আজমির জন্ম ১৯১৯।

১৫ জানুয়ারি — সর্ব ভারত কিষাণসভা গঠন ১৯৩৬।
কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন ১৭৮৪।
মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রকে হত্যা ১৯২৯।

১৬ জানুয়ারি — ইরাকের বিরুদ্ধে অ্যামেরিকার যুদ্ধ ঘোষণা ১৯৯১।
সুয়জ-৪ ও সুয়জ-৫ এর মধ্যে মহাকাশে নভশ্চরদের আদানপ্রদান ১৯৬৯।

১৭ জানুয়ারি — আফগানিস্তানে পালালেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস ১৯৪১।
জ্যোতি বসুর প্রয়াণ ২০১০।

১৮ জানুয়ারি — রাজ্য পরিষদীয় কাউন্সিল গঠন ১৮৫২।
প্যারিসে শান্তি সম্মেলন ১৯১৯।
ইংল্যান্ডে আধুনিক হকির প্রবর্তন ১৮৮৬।

১৯ জানুয়ারি — বিজ্ঞানী জেমস ওয়াটের জন্ম ১৭৩৬।
ভারতের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হলেন ইন্দিরা গান্ধী ১৯৬৬।
জীবনবিমা রাষ্ট্রীয়করণ ১৯৫৬।

২০ জানুয়ারি — সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফফর খানের মৃত্যু ১৯৮৮।
নাম বদলে হিন্দু কলেজ হল প্রেসিডেন্সি কলেজ ১৮১৭।

২১ জানুয়ারি — ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন-এর মৃত্যু ১৯২৪।
কপিরাইট অ্যাক্ট চালু ১৯৫৮।

২২ জানুয়ারি — আগ্রা দুর্গে বন্দীদশায় শাহজাহানের মৃত্যু ১৬৬৬।
অন্ধদের জন্য দেরাদুনে জাতীয় গ্রন্থাগার চালু ১৯৬৩।

২৩ জানুয়ারি — সুভাষচন্দ্র বোসের জন্ম ১৮৯৭।
বিমানে মেল সার্ভিস এবং মাল পরিবহন চালু ১৯২০।
দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানার উদ্বোধন ১৯৬৫।

২৪ জানুয়ারি — 'জনগণমন'কে জাতীয় সংগীত হিসেবে স্বীকৃতি ১৯৫০।
কলকাতা-বোম্বে-মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত ১৮৫৭।
উইনস্টন চার্চিলের মৃত্যু ১৯৬৫।

২৫ জানুয়ারি — মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম ১৮২৪।

২৬ জানুয়ারি — সমগ্র ভারত জুড়ে স্বাধীনতা দিবস পালন ১৯৩০।
অশোকচক্র জাতীয় প্রতীক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করল ১৯৫০।
ভারতবর্ষকে প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা ১৯৫০।

২৭ জানুয়ারি — সঙ্গীত স্রষ্টা মোজার্টের জন্ম ১৭৫৬।
লন্ডনে প্রথম টেলিভিশন সম্প্রচার চালু ১৯২৬।
৮৮০ দিন যুদ্ধের শেষে ৬ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর বিনিময়ে জার্মানির হাত থেকে লেলিনগ্রাদের মুক্তি

২৮ জানুয়ারি — লালা লাজপত রায়ের জন্ম ১৮৬৫।
ভগিনী নিবেদিতার ভারতে আগমন ১৮৯৮।

২৯ জানুয়ারি — হিকির সম্পাদনায় 'দ্য বেঙ্গল গেজেট অর্ দ্য ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভার্টাইজার' প্রকাশ ১৭৮০।
প্রথম পেট্রোল চালিত মোটরগাড়ির নির্মাণ করল কার্ল বেনজ ১৮৮৬।

৩০ জানুয়ারি — গান্ধিজীকে হত্যা ১৯৪৮।
ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির নামকরণ করা হল জাতীয় গ্রন্থাগার ১৯৪৮।

৩১ জানুয়ারি — স্ট্যালিনগ্রাদে জার্মানী সৈন্যদের আত্মসমর্পণ ১৯৪৩।
ময়ূরকে জাতীয় পাখী হিসেবে ঘোষণা ১৯৬৭।

স্মৃতির পটেলিকায় অম্লান যারা

নিজস্ব প্রতিনিধি- সমাজের উন্নয়নের প্রধান কারিগর হচ্ছে মানুষ। নীরবে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা অক্লান্ত কাজ করে চলেছেন। ৩ ডিসেম্বর রবিবার, বিশ্ব এইডস দিবস (১ ডিসেম্বর) কে সামনে রেখে বিশ্ব প্রতিবন্ধীদিবসের দিন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল বিশেষ হয়েও যারা বিখ্যাত নন, এমন পাঁচজন ব্যক্তিত্বকে সংগঠনের মঞ্চ থেকে সম্বর্ধিত করা। এরা হলেন, সঞ্জয় ঘোষ, ভক্তিপদ দাস সত্যরঞ্জন দলুই, ডাঃ পল্লব চ্যাটার্জি এবং থ্যালাসেমিক গার্ডিয়ানস অ্যাসোসিয়েশন।

সঞ্জয় ঘোষকে সম্বর্ধনা দিচ্ছেন সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ -এর জয়েন্ট ডিরেক্টর ডঃ এস. কুলানডাইভেল। মঞ্চে রয়েছেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য, কার্যকরী কমিটির সদস্য ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, সঞ্চালক গৌতম সুন্দর ও প্রমুখ। নিজস্ব চিত্র

সঞ্জয় ঘোষ : সঞ্জয় ঘোষ পেশায় অটোচালক। ছা পোষা মানুষ। অতি সরল সাধাসিধে জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত তিনি। তাঁর নিত্যসঙ্গী হল অটোটি। বাঁশদ্রোণী থেকে পালপাড়া এই সামান্য কয়েক ক্রোশ পথে তাঁর নিত্য আনাগোনা। কিন্তু তাঁর কর্মপরিধি এতটাই লম্বা যে তা দু-এক কথায় বলা সম্ভব না। সঞ্জয়বাবুর প্রতিটি দিনই ঘটনাবহুল। যেসব ঘটনা পথে ঘাটে, সমাজে, 'একদিন-প্রতিদিন'-এর বিষয়, যেখানে মানবতা, নীতিবোধ প্রতি মুহূর্তে পদদলিত হচ্ছে, তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে অবহেলিত ও অত্যাচারিতদের সঠিক দিশা দেখান সঞ্জয় ঘোষ। তাঁর মুখ আর মুখোশ দুটি-ই অভিন্ন।

থ্যালাসেমিক গার্ডিয়ানস্ অ্যাসোসিয়েশন-এর কর্মকর্তাদের সম্বর্ধনা দিচ্ছেন তাপস কুমার মুখার্জি। নিজস্ব চিত্র

সত্যরঞ্জন দলুই : গার্ড অর্থাৎ প্রহরীর কাজ হল পাহারা দেওয়া। তার বাইরেও যে অসীম বিশ্বে কত ইতিবাচক কাজ রয়েছে, তার সুলুক সন্ধান করেছেন সত্যরঞ্জন দলুই। ভূপেন বোস এভিনিউতে জগৎ মুখার্জি পার্কে উদ্যান রক্ষকের কাজ করেন তিনি। ওই পার্কের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কলকাতা পুরসভা একটি প্রাইভেট এজেন্সিকে দিয়েছে। সত্যবাবু সেই এজেন্সির কর্মচারী। সামান্য বেতন থেকে বাঁচিয়ে নিজের চেষ্টায় একটি লাইব্রেরি করেছেন। পার্কে একটি ছোট্ট ছাউনির নিচে তাঁর লাইব্রেরীতে প্রায় ৬০০ বই রয়েছে। কিছু দানে পাওয়া এবং কিছু কিনেছেন তিনি। পার্কে ছোটখাটো অনুষ্ঠানের জন্য স্বোপার্জিত অর্থে সাউন্ড সিস্টেম করেছেন। সবচেয়ে আকর্ষণীয় হচ্ছে উদ্যানের ভেতর ফল ও ফুলের গাছের বাগান। সত্যবাবুর পরিচর্যায় সেই বাগান অনেকের কাছে এখন ঈর্ষার বিষয়। এ কাজে অনেকেই তাঁকে বাহবা দিয়েছেন কিন্তু এগিয়ে আসেন নি। পার্কের কাছাকাছি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী থেকে অভিভাবক-অভিভাবিকা, পার্কে ঘুরতে আসা সকলেই এখন সেই লাইব্রেরির নিয়মিত পাঠক।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের কার্যকরী কমিটির সদস্য ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্যের হাত থেকে সম্বর্ধনা গ্রহণ করছেন সত্যরঞ্জন দলুই। মঞ্চে রয়েছেন সম্পাদক ও সঞ্চালক গৌতম সুন্দর এবং শোভন চ্যাটার্জিসহ প্রমুখ। নিজস্ব চিত্র

থ্যালাসেমিক গার্ডিয়ানস অ্যাসোসিয়েশন : থ্যালাসেমিক গার্ডিয়ানস অ্যাসোসিয়েশনের পথচলা শুরু ১৯৯৫ সাল থেকে। প্রয়োজনীয়তার তাগিদ থেকেই থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের অভিভাবকরা এই সংগঠন গড়ে তোলেন। অনেক প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে আজ এই সংগঠন থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের সার্বিক চিকিৎসাক্ষেত্রে একটি সফল পরিচিত নাম। পরে তাঁরা ২০০১ সালে থ্যালাসেমিক ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ডে কেয়ার ইউনিট গড়ে ওঠে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসার লক্ষ্যে। প্রতিষ্ঠানের জন্মলগ্নের পর থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৪০০ থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশু এই প্রতিষ্ঠান থেকে চিকিৎসা পেয়েছে এবং পাচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তারই মধ্যে ১০০ শিশু এখন আকাশের ধ্রুবতারা। সংগঠনের কর্তারা দ্বারেদ্বারে ঘুরে বেড়ান থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসার জন্য একটু অর্থ ও ঔষধের ব্যবস্থা করতে। যেহেতু সংগঠকদের প্রত্যেকের পরিবারেই থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুরা রয়েছে এই সংগঠনে তাই একদিকে ঘরের লড়াই, অন্যদিকে বাইরের লড়াইকে আরও সুসংগঠিত করে তাঁরা চান থ্যালাসেমিয়া মুক্ত পৃথিবী গড়তে।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন-এর সম্পাদক সঞ্জীব আচার্যের হাত থেকে সম্বর্ধনা গ্রহণ করছেন ভক্তিপদ দাস। মঞ্চে রয়েছেন গৌতম সুন্দর এবং শোভন চ্যাটার্জি। নিজস্ব চিত্র

ভক্তিপদ দাস : চারটে রেশন দোকান চালিয়ে ভক্তিপদ দাস অগণিত গরীব, মধ্যবিত্ত মানুষের ভক্তি অর্জন করে চলেছেন। দোকান থেকে চাল, ডাল, আটা, তেল, নুন, চিনি ও বিস্কুট বাজারের চলতি দাম থেকে ন্যূনতম ২৫-৩০ শতাংশ কম দামে বিক্রি হয়। এই সুযোগ সকলের জন্য। কিন্তু আর্থিক দিক থেকে যারা দারিদ্র্যসীমার একদম নীচে রয়েছেন, তাদের ৫০ শতাংশ কমে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিনে পয়সায় এই সাতটি জিনিস দেন তিনি। দ্বিতীয় সুবিধাটির জন্য লিখিত আবেদন করতে হয়। সেই আবেদন খতিয়ে দেখেন ভক্তিপদ বাবু নিজে। এখানে কারও সুপারিশ গ্রাহ্য করেন না ভক্তিপদ দাস। এছাড়া সংসারে অর্থের কারণে অত্যাচারিত, অবহেলিত বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মসিহা তিনি।

ডাঃ পল্লব চ্যাটার্জির অনুপস্থিতে তাঁর হয়ে সম্বর্ধনা গ্রহণ করছেন ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জি। মঞ্চে রয়েছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য এবং দ্য সেরাম অ্যানালাইসিস সেন্টারের কর্ণধার নিবেদিতা আচার্যসহ প্রমুখ। নিজস্ব চিত্র

ডাঃ পল্লব চ্যাটার্জি : প্রতিবেশি রাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সীমারেখার বেড়া টপকে ৪২ দিনের একটি শিশুকে বাঁচিয়ে নজির সৃষ্টি করেছেন শিশু চিকিৎসক পল্লব চ্যাটার্জি। দু'ঘন্টার জটিল ব্রঙ্কোস্কোপির মাধ্যমে শিশু সুস্থ হয়ে ওঠে। এর মাঝেই রয়েছে আরও এক ইতিহাস। মাত্র ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যেই বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন তাদের সদস্য করে নেয় ডাঃ পল্লব চ্যাটার্জিকে। চিকিৎসার ব্রতকে আত্মোপলব্ধি করে নবজাতককে জটিল রোগের করাল গ্রাস থেকে ফিরিয়ে আনছেন ডাঃ পল্লব চ্যাটার্জি। ব্যক্তিগত জরুরি কাজের জন্য অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন তিনি। তাঁর হয়ে সম্মান গ্রহণ করেন ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জি।

ছাত্রাবস্থায় বা বিয়ের আগেও আপনি থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করালেন না!

ভবিষ্যতে আপনাদের থ্যালাসেমিয়া শিশু জন্মালে, দুঃস্বপ্নময় ও ব্যয়বহুল চিকিৎসার সম্মুখীন হওয়ার জন্য আপনি প্রস্তুত তো? না!

আর তাই, আপনি ও আপনার জীবনসঙ্গী থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা জেনে নিয়ে বিয়ে করুন আর ফুলের মত নিষ্পাপ ও সুস্থ শিশু সন্তান আপনাদের জীবনকে আরও আনন্দে ভরিয়ে তুলুক। কি খুশী তো!

থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে জেনে নিন আপনি বাহক কিনা। আর বাহকের সাথে বাহকের বিয়ে না করে বা না দিয়ে আপনি থ্যালাসেমিয়ামুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

SERUM THALASSEMIA PREVENTION FEDERATION

10, Bhupen Bose Avenue, Kolkata - 700 004 Phone : 098305 60296 / 94330 98022

৮ মার্চ
আন্তর্জাতিক নারী দিবস
৮ মে
বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস
৩১ মে
বিশ্ব মাদক বিরোধী দিবস
৫ জুন
বিশ্ব পরিবেশ দিবস
১৩ জুন
আন্তর্জাতিক শিশু দিবস
১৪ জুন
বিশ্ব রক্তদাতা দিবস
১২ আগস্ট
আন্তর্জাতিক যুব দিবস
৮ সেপ্টেম্বর
আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস
১ অক্টোবর
জাতীয় রক্তদান দিবস
৫ অক্টোবর
বিশ্ব শিক্ষক দিবস
১ ডিসেম্বর
বিশ্ব এইড্স্ দিবস

নতুন বছরে পুরনো সালতামামি

দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল ২০১৭। স্বাগত নতুন বছর ২০১৮। নতুন বছরের শুরুতেই একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক ২১টি বিষয়, যা নিয়ে আমাদের চর্চা অনেক কম। বিশ্বের মানচিত্রে ভারতের নামকে উজ্জ্বল করেছে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয়। ভারতবাসী হিসেবে এসব তথ্য জানার প্রয়োজন রয়েছে।

চেইলের ক্রিকেট উদ্যান

(১) পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ ক্রিকেট ময়দান রয়েছে ভারতে হিমাচল প্রদেশের চেইলে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ২৪৪৪ মিটার।

(২) হিন্দি আমাদের জাতীয় ভাষা নয়। গুজরাট হাইকোর্ট এই মর্মে একটি রায় দিয়েছে। জনস্বার্থ সম্পর্কিত একটি মামলায় আদালতের প্রধান বিচারপতি এস. জে. মুখোপাধ্যায় এবং বিচারপতি এ. এস. দেব এই আদেশ দেন। মামলাটি দায়ের করেছিলেন সুরেশ কাচাদিয়া।

লখনউতে সিটি মন্টেসরি স্কুল

(৩) লখনউতে সিটি মন্টেসরি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যার নিরীখে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় স্কুল। এই স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩৯, ৪৩৭ এবং শিক্ষকের সংখ্যা ২৫০০।

(৪) ভারতের কোনও জাতীয় ক্রীড়া নেই। তথ্য জানার অধিকার সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য, দেশের কোনও জাতীয় ক্রীড়া নেই।

ভারতীয় রেল-দেশের গর্ব

(৫) পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় দেশ ভারত, যেখানে রেলে চাকরি করেন প্রায় দেড় কোটি মানুষ।

(৬) ভারতের কয়েকটি জায়গা রয়েছে যেখানে মানুষ লিঙ্গ বৈষম্য মানেন না। এব্যাপারে উত্তর-পূর্ব ভারতের খাসি, মিনিকয় দ্বীপপুঞ্জের মানুষ এবং লাক্ষাদ্বীপের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

(৭) ইউ এস বি প্রযুক্তিকে উন্নত করেছেন একজন ভারত-মার্কিন আর্কিটেক্ট। তাঁর নাম অজয় ভি ভাট।

(৮) শার্লকের ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন বেনেডিক্ট কামবারব্যাচ। তিনি দার্জিলিং তিব্বতি মোনাস্ট্রির ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে চাকরি নিয়েছেন।

(৯) ক্যালকুলাস এবং ত্রিকোনা মিতির জন্ম ভারতে।

(১০) ইউনাইটেড ন্যাশনস পিস কিপিং মিশনে সবচেয়ে বেশি সেনা পাঠিয়েছে ভারত।

ভাসমান ডাকঘর

(১১) কুম্ভমেলার ছবি এখন মহাকাশ উপগ্রহের থেকে দেখতে পাবে সারা বিশ্ব।

(১২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পর ভারতে বেশি সংখ্যক লোক ইংরেজিতে কথা বলেন। শতাংশের হারে সেই সংখ্যাটা হল ১১.৩৭%

রকেট যাচ্ছে সাইকেলে, গোরুর গাড়িতে উপগ্রহ

(১৩) ভারতে প্রথম রকেটটি সাইকেলে চাপিয়ে (১৯৬৩) এবং প্রথম উপগ্রহটি গরুর গাড়িতে (১৯৮১) করে আনা হয়েছিল। দেশ এখন মহাকাশ গবেষণায় অনেক এগিয়েছে।

(১৪) অনেক আর্থিক প্রতিকূলতার মধ্যেও ভারতের মহাকাশ গবেষণার কর্মসূচীতে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়, তা পৃথিবীর মধ্যে পঞ্চম স্থানে রয়েছে।

(১৫) অভিনেতা বেন কিংসলের জন্মের নাম কৃষ্ণপণ্ডিত ভানজি। তিনি ভারতেরই মানুষ। অভিনয় জীবনে তাঁর প্রাপ্তি অস্কার, গ্র্যামি, বাফটা, দুটি সোনার পৃথিবী এবং গিল্ডের পুরস্কার।

উপগ্রহ থেকে তোলা কুম্ভমেলা

(১৬) পেন্টিয়াম চিপ-এর আবিষ্কারক একজন ভারতীয়। তাঁর নাম বিনোদ ধাম।

(১৭) বোতাম-এর আবিষ্কার হয়েছিল ভারতে। এরপর বিশ্বে বোতাম একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে রয়েছে।

(১৮) ১৯৮৬ সালের আগে পর্যন্ত ভারত ছিল বিশ্বের একমাত্র দেশ যেখানে হিরে পাওয়া যেত।

(১৯) ভারতে যে কোনও ব্যক্তি তাঁর ছবির পোস্টাল স্ট্যাম্প সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতর থেকে পেতে পারেন।

(২০) ঘুড়ির আসল জন্মস্থান ভারতে নয়। চিন ঘুড়ির আবিষ্কারক।

(২১) বিশ্বের মধ্যে ভারতে দ্রুত নগরায়ন হয়েছে গাজিয়াবাদ, সুরাত, ফরিদাবাদ।

কবিতা

বর্ষাবরণ

নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য্য

গ্রীষ্ম দহন সহন করার সাঙ্গ হল পালা
জুড়িয়ে ধরা নামল হেথা বর্ষা বরণমালা—
নীল আকাশ জুড়ে আজ কালো মেঘের ভেলা।
মেঘবৃষ্টির আলোছায়ায় জলবিন্দুর খেলা—
কালবৈশাখির দামাল হাওয়ায় দোলে বেণুবন
বজ্রনিনাদ গর্জে ওঠে আকাশ মাঝে শোন,
বিনিসুতোর মালায় গাঁথা জলমুক্তোর সারি
স্নিগ্ধ পরশ জাগায় প্রাণে নবআনন্দ বারি।।

চাঁদ

অভিজিৎ সেন

অজানা আলোকবর্ষ পথে,
দ্রুতযানে দিয়ে পাড়ি,
পারি না তবু ছুঁতে তোমায়,
নিজেকে নিঃস্ব লাগে ভারী।
ধবল জ্যোৎস্না শরীর জুড়ে,
মায়াবী আচ্ছন্নতায় মুগ্ধ বাতাস।
ছিটে-ফোঁটা দাগ তোমার মুখে,
মুচ্ছে কলঙ্ক সুবিশাল আকাশ।
দূরে থাকার এ বাহানা,
বাড়াচ্ছে দর ; চাহিদার হাটে।
স্থির জলে রুপোলি থালা,
সঙ্গী একাকীত্ব ; গঙ্গার ঘাটে।
নজর পারে না ফেরাতে,
চশমায় বাঁধা শ্রান্ত দৃষ্টি।
চলছে কলম তোমাকে ভেবে,
ভাবনার তোড়ে ঋণাত্মক সৃষ্টি।
পূর্ণিমায় বুঝি না ফারাক,
অঙ্কের কিই বা দিন ; বা রাত।
অমাবস্যায় শুধুই অভিমানের ছায়া,
ভালোবাসার সাথে গভীর আঁতাত।
গ্রহের ফেরে ঘুরতে থেকো,
অন্য নামে ; ভিন প্রবাসে।
ডাকলে পরে পাবে সাড়া,
ছোট্ট কবিতা পাঠ শেষে।

স্টেডিয়াম

রোনাল্ডোর পাঁচ

ব্যালন ডি'ওর হাতে রোনাল্ডো

প্যারিস-পাঁচবার ব্যালন ডি'ওর পেলেন ক্রিশিয়ানো রোনাল্ডো। এই খেতাবের সুবাদে লিওনেল মেসিকে ধরে ফেললেন রোনাল্ডো। পুরস্কার হাতে নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া হল, 'আমিই বিশ্বের সেরা ফুটবলার। ফ্রান্সের একটি ম্যাগাজিন এখন এই পুরস্কারটি দেয়। সদ্য শেষ হওয়া লা লিগায় ২৫ গোল, টানা দু'বার চ্যাম্পিয়নস লিগ এবং শেষে ১২ গোল করার স্বীকৃতি পেলেন রোনাল্ডো। আইফেল টাওয়ারে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে ট্রফিটা তুলে দেওয়া হয়। রোনাল্ডো জানান, 'ক্লাবে সাফল্য না পেলে এই ট্রফিটা পেতাম না।' ভোটাভুটিতে মেসি পেয়েছেন দ্বিতীয় স্থান। রোনাল্ডো তাঁর ফুটবলার জীবনের সাফল্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে। অবশ্য রিয়াল মাদ্রিদের প্রশংসা করে তিনি বলেন, পরিস্থিতি ঠিক থাকলে শেষদিন পর্যন্ত এখানে খেলতে চাই।

সাবাস রোহিত

ইন্দোর-শ্রীলঙ্কার সঙ্গে টি- টোয়েন্টি ম্যাচে ভারতের রোহিত শর্মার অনবদ্য দ্রুততম সেঞ্চুরির (৩৫ বলে ১০৩) বিশ্বরেকর্ড হল। এই পুরো খেলাটি আসলে হয়ে উঠেছিল 'রোহিত শর্মা শো'। মাঠে একের পর এক ওভার বাউন্ডারি মেরে শ্রীলঙ্কার বোলারদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন রোহিত। অনায়াসে ম্যাচ জিতেছে ভারত।

গৃহবন্দি মাতিয়ান

বুয়েনস আইরেস-গৃহবন্দি হলেন মেসির দাদা মাতিয়ান। গত নভেম্বর মাসে বোটে চড়ায় সময় তার কাছ থেকে একটি লাইসেন্সবিহীন বন্দুক উদ্ধার করে পুলিশ। যাতে মাতিয়াসকে জেলে না থাকতে হয় তারজন্য তাঁর বাবা আদালতে আবেদন করেন। আদালতের নির্দেশ মেনেই তাঁকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে।

নিশ্চিত বিজেন্দ্র

জয়পুর-জয়পুরে ঘানার আর্নেস্ট আমুজুর সঙ্গে লড়বেন ভারতীয় বক্সার বিজেন্দ্র সিং। তাঁর বিশ্বাস প্রথম রাউন্ডেই আমুজুকে নকআউট করে দিতে পারবেন।

ফুটবলারের মৃত্যু

নয়াদিল্লি-অস্ট্রেলিয়াতে প্যাসিফিক স্কুল গেমসে অংশ নিতে গিয়েছিল দিল্লির ১৫ বছর বয়সি মেয়ে ফুটবলার নীতীশা নেগি। খেলার শেষে অ্যাডিলেডে গ্লেনেলগ সৈকতে স্নান করতে নামেন কয়েকজন খেলোয়াড়। একটি বিরাট ঢেউ আসলে ভেসে যান নীতীশা। পরে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

ভালোবাসার রাজপ্রাসাদে

ভারতীয় ক্রিকেট এবং বলিউড জগতে বহু আলোচিত এবং আকাঙ্খিত বিয়েটি হয়ে গেল ১১ ডিসেম্বর মধ্য ইতালির তাসকানি প্রদেশের বর্গো ফিনোজিয়েতেরা। বিরাট কোহলি আর অনুষ্কা শর্মার চার হাত এক হল।

নতুন নক্ষত্র

লন্ডন-নক্ষত্রমণ্ডল নিয়ে শিশু-কিশোরদের ধারণা আরো স্পষ্ট করে তুলতে ব্রিটিশ জ্যোতি বিজ্ঞানীদের নতুন উদ্যোগ। নক্ষত্রের নামকরণ করা হচ্ছে উসেইন বোল্ট, সেরেনা উইলিয়ামস, হ্যারি পটারের নামে। নতুন এই প্রকল্পটির নাম 'দ্য বিগ ব্যাং ফেয়ার।'

মেহুলির ১০ পদক

তিরুবন্তপুরম-জাতীয় মিটে ৮টি সোনা এবং ২টি ব্রোঞ্জ পদকসহ ১০টি পদক পেলেন বৈদ্যবাটির শুটার মেহুলি ঘোষ। শুধু বাংলার নন, ভারতের কোনো শুটার ১৬ বছর বয়সে এভাবে সাফল্য পান নি। তাঁর সাফল্যে অনুপ্রাণিত হচ্ছেন অন্যান্য অ্যাথলিটরা। পদকের সঙ্গে সঙ্গে তিনটি নতুন রেকর্ড গড়েছেন মেহুলি।

সচিনের আর্জি

নয়াদিল্লি-কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্পে সমস্ত আন্তর্জাতিক পদকজয়ীদের অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ জানালেন সচিন তেন্ডুলকর। পদকজয়ীরা যাতে নিখরচায় চিকিৎসা করাতে পারেন তার জন্য প্রধান-মন্ত্রীকে চিঠি লিখে তিনি এই অনুরোধ জানান।

রাজপুত্র কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি-দাদা বনাম দিয়েগো এই শীর্ষকে চ্যারিটি ম্যাচ উপলক্ষ্যে ১০ ডিসেম্বর কলকাতায় এলেন ফুটবলের রাজপুত্র দিয়েগো মারাদোনা। তাঁর কলকাতায় আসা নিয়ে সমস্যা ছিল। ১২ ডিসেম্বরে বারাসতে সৌরভ গাঙ্গুলির দলের বিরুদ্ধে চ্যারিটি ম্যাচ খেলেছে মারাদোনার দল। এর আগে ২০০৮ সালে মারাদোনা প্রথম কলকাতায় এসেছিলেন। সেবারে তিন দিন ছিলেন। প্রায় ন'বছর পরে আবার এলেন তিনি।

নির্বাসিত নাসির

করাচি-প্রাক্তন গুপ্তচর নাসির জামশেদকে স্পট ফিক্সিং কেলেঙ্কারিতে জড়ানোর জন্য এক বছরের নির্বাসনের শাস্তি দিল পাকিস্তান বোর্ড। পিসিবির দুর্নীতি বিরোধী ট্রাইব্যুনালের সঙ্গে এব্যাপারে সহায়তা না করার জন্য এই শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

মেসি ৫২৫

আর্জেন্টিনা-১০ ডিসেম্বরের লা লিগায় ভিয়ারিয়ালের বিরুদ্ধে গোল করে আর এক কিংবদন্তিকে ছুঁয়ে ফেললেন লিওনেল মেসি। তিনি জার্মানির গার্ড মুলার। মেসি এবং লুইস সুয়ারেসের গোল ভিয়ারিয়ালকে ২-০ গোলে হারাল বার্সেলোনা।

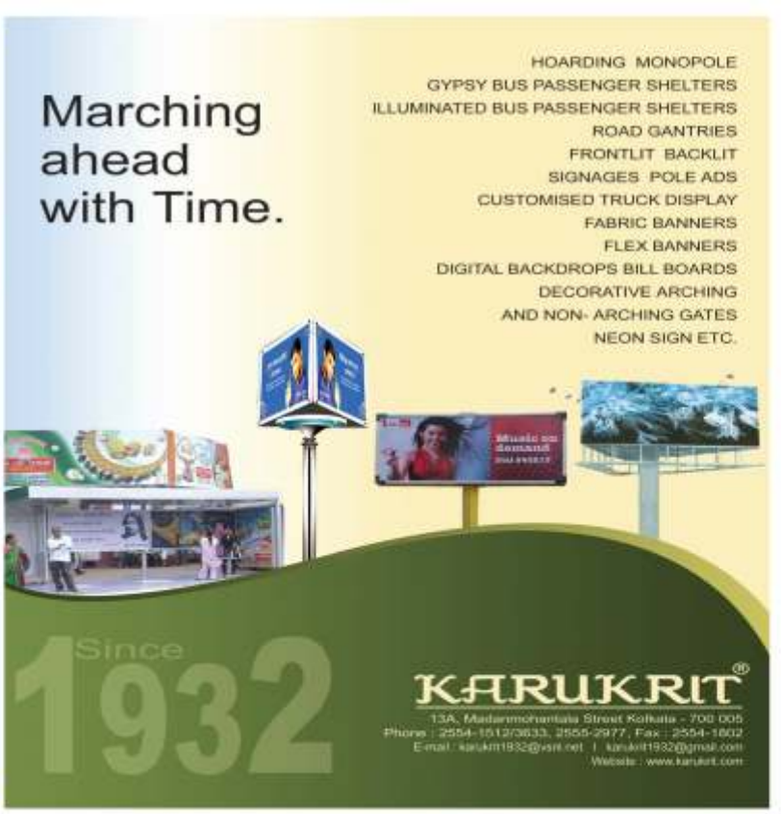

৩ ডিসেম্বর মহা র‍্যালি ও অনুষ্ঠানের কয়েকটি মুহূর্ত

পায়রা উড়িয়ে র‍্যালির শুভ সূচনা।

বিধান সরণীর বুকে র‍্যালি।

র‍্যালির অগ্রভাগে রয়েছেন বিশিষ্টজনেরা।

ট্যাবলো সহকারে এগিয়ে চলেছে র‍্যালি।

'মশাসুর বধ' বসে আঁকো উৎসবে অংশগ্রহণকারীদের পুরস্কার প্রদান।

সুন্দরবনে সমাজসেবার স্বীকৃতি স্বরূপ সম্পাদকের হাতে সরকারি প্রশস্তিকা প্রদান করছেন বন দপ্তরের জয়েন্ট ডিরেক্টর ডাঃ এস. কুনালভাইভেল।

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কি ?

থ্যালাসেমিয়া কি ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ : ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্চার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? : যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,

আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

প্রতীম চট্টোপাধ্যায়, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী ও স্বামী সারদানন্দ মহারাজ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকারী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ : ডাঃ শেখর ঘোষ, ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, জয়ন্ত সাহা ও অজয় চৌবে

সদস্যবৃন্দ ১) আশিস সাহা ২) কেশব কান্তি বিশ্বাস ৩) স্বরূপ বোস ৪) রুদ্র রায় ৫) রজত বোস ৬) ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি ৭) দেবশঙ্কর নন্দী ৮) দীপঙ্কর মিত্র ৯) বুদ্ধদেব বক্সি ১০) তপন ব্যানার্জি ১১) অশোক পাল ১২) অনুপম দাস ১৩) তারকনাথ কুণ্ডু ১৪) সৈকত মুখার্জি ১৫) সোনালী বিশ্বাস ১৬) বীরেন্দ্রনাথ দে ১৭) সঞ্জয় সর্বজ্ঞ ১৮) সঞ্জয় সাহা ১৯) পার্থ দাস ২০) সঞ্জয় সেনগুপ্ত ২১) সৌগত সাহা ২২) বিভাস সুর ২৩) অপূর্ব রায় ২৪) এস কে নাজিবুর রহমান ২৫) শিল্পী মুখার্জী ২৬) সন্দীপ মিত্র ২৭) অমল বোস ২৮) বিশ্বজিৎ দাশগুপ্ত ২৯) তপন কুমার ঘোষ ৩০) তাপস কুমার চক্রবর্তী ৩১) রিক্তা বিশ্বাস ৩২) গৌতম সুন্দর ৩৩) শোভন চক্রবর্তী ৩৪) মিনাক্ষী পাল ৩৫) নমিতা পাল ৩৬) রামকৃষ্ণ বসাক ৩৭) মালঞ্চ সাহা ৩৮) রীতা দাস ৩৯) সুরজিৎ দত্ত ৪০) বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী ৪১) ইরা দত্ত ৪২) প্রিয়জিত ভৌমিক ৪৩) শান্তি ব্যানার্জী ৪৪) প্রসেনজিৎ লোধুই ৪৫) রীতেশ ঘোষ ৪৬) শীলা নন্দী ৪৭) অমিতাভ সিনহা ৪৮) দেবাশিস ভট্টাচার্য ৪৯) ডাঃ শুভাশিস ভট্টাচার্য ৫০) শুভাশিস সুর ৫১) পুলককুমার সুর ৫২) সমীরণ গুহ রায় ৫৩) হেমন্ত কুমার ব্যানার্জি ৫৪) রূপা ব্যানার্জি ৫৫) ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ৫৬) প্রদীপ কুমার দাঁ ৫৭) মঞ্জুশ্রী সাহা ৫৮) মিশ্মি সাহা ৫৯) দেবাশীষ দাস ৬০) নমিতা রায় ৬১) রাজা কর ৬২) ডাঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী ৬৩) ডালিয়া দত্ত ৬৪) আশিস ভট্টাচার্য ৬৫) কমলকান্তি ঘোষ ৬৬) ববিতা দাস ৬৭) অসীমা ভড় ৬৮) আলোকনন্দা সিকদার ৬৯) মধুমিতা পাত্র ৭০) শুভময় কুণ্ডু ৭২) অনুলেখা মিত্র ৭২) সুদীপা কর্মকার ৭৩) গোপাল সাহা ৭৪) সন্দ্বান দাস ৭৫) তাপস মুখার্জি ৭৬) উমেশ গুপ্তা।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা- ৭০০ ০০৪, যোগাযোগ : (০৩৩) ২৫৩০,৬৫৭২,৯৮৩০৫ ৬০২৯৬, ৯৪৩৩০ ৯৮০২২

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 033 2543 6465/ 98305 60296/ 98315 77444,